প্রশ্ন:- ক্লাসিসিজমের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর:- খ্রিস্টের জন্মের পূর্ববর্তী সময়কে প্রাচীন ক্লাসিক যুগ বলা হয়। আর এই সময়ের গ্রিস ও রোমের সাহিত্যকে বলা হয় ক্লাসিক সাহিত্য।ক্লাসিক ও ক্লাসিসিজমের সাধারণ আভিধানিক অর্থে বলা হয়েছে- " the word classicism is used loosely to summarize the general characteristic art and literature of ancient Rome and Greece simplicity, restraint and order and the adjective classic and classical are thus applied to any work which reflect those qualities.অর্থাৎ প্রাচীন কালের কালজয়ী রচনার আদর্শকে অনুসরণ করার প্রবণতাই ক্লাসিসিজম। এই যুগের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন হলো- হোমার রচিত 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসি' এবং প্রাচীন ভারতের 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' ।

ক্লাসিসিজম এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা যায়-যে সাহিত্যে থাকে সুসংযত রীতি,গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষা,ঐতিহ্য অনুবর্তন তাকেই বলে ক্লাসিক সাহিত্য।আর সাহিত্য সৃষ্টিতে ভাব,ভাষা,রীতি ও আদর্শকে গ্রহণ করার নামই হলো ক্লাসিসিজম।

ক্লাসিক সাহিত্যের Sublimity বা উচ্চতম উৎকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে Graeco Roman Critic longinus পাঁচটি বিষয়ের কথা বলেছেন-

১)Grandeur of thought বা মহান চিন্তার প্রকাশীল ক্ষমতা।

২) Intensity of emotion বা আবেগ বা ভাবের গভীরতা।

৩) The appropriate use of figures - কল্পনাশক্তির সাহচর্যে কাব্যালঙ্কার প্রয়োগের গভীরতা।

৪) Nobility of diction -রাচনাশৈলীর আভিজাত্য।

৫) Dignity of elevation of word-order বা শব্দবৈচিত্র্য সৃজন।

<u>ক্লাসিসিজের বৈশিষ্ট্য:</u> ক্লাসিসিজমের বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

১) রচনাকে বাস্তবগুন সম্মত এবং প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে হবে।পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন কল্পনাযর ঠাঁই সেখানে হয়না।

২)শৌর্য ও বীরপরাক্রমপূর্ণ দীর্ঘ আখ্যান স্থানলাভ করে।বিষয় হয় গুরুগম্ভীর,স্বর্গের কথা আসে,দেবতাদের ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত হয়।উদাহরণ হিসাবে 'রামায়ণ'-এর আখ্যান স্মরণ করতে পারি।রামায়ণের যুদ্ধ মাটির পৃথিবীতে সংঘটিত হলেও সেই যুদ্ধের দেবতা গুরুত্বপূর্ণ স্থানগ্রহণ করেছেন।

৩) প্রচলিত চিরকালীন ঐতিহ্যের অনুসৃতি ঘটে ক্লাসিক সাহিত্যে। অনেকে একে জাতীয় ঐতিহ্য বলেছেন।ক্লাসিক সাহিত্যিক প্রাচীন রীতি-নীতি,আচার-সংস্কার মেনে চলেন।পিতৃসত্য পালন করতে রামায়ণের রামকে বনে যেতে হয়েছে,মাতার আদর্শে মহাভারতে দ্রৌপদী পঞ্চপান্ডবের পত্নী হয়েছে।

৪) চারিত্রিক মহত্ব বা চারিত্রিক সমুন্নতি প্রকাশ ঘটে ক্লাসিক সাহিত্যে। এই সাহিত্যের প্রধান চরিত্ররা সর্বদাই 'above the average'। দেবতার চাইতে মানুষ যে বড় ক্লাসিক সাহিত্যে সে কথা বলা হয়েছে। মোহিতলাল মজুমদার 'পান্থ' কবিতায় বলেছেন,সন্ন্যাসী ও সাধকদের মতো অনেক মানুষের মধ্যে চিরমৃত্যু-নির্বাণ-পিপাসা আছে। কিন্তু জীবের মধ্যে যেহেতু প্রাণকনা বর্তমান,তাই কম,মোহ,দ্বেষ ও তৃষ্ণা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়-

'জীবনের অগ্নিহোত্রে জাগিয়াছে তাই নিরন্তর
চিরমৃত্যু-নির্বাণ-পিপাসা!বেদনার বেদগান

গভীর উদাত্ত সুরে ভরিয়াছে ও চিত্ত কুহর
জন্মান্তর জলধির অতি দূর কল্লোল সমান!
লোকে-লোকে কল্পে-কল্পে কামনার দৃপ্ত অভিমান!
জন্ম-জরা-মৃত্যু-ভরা অবনীর নাবনীতে এ কি বিষপান!'

৫) ক্লাসিক সাহিত্য নৈতিক এবং চিরায়ত সত্যকে বা সর্বজনীন কোনো মহৎ ভাব বা ধ্যানধারণাকে সর্বকালের সর্বলোকের গ্রহণযোগ্য করে পরিবেশন করে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন সর্বাঙ্গসুন্দর পারফেকশন।

৬) আভিজাত্যময় ছন্দ-অলংকার গুরুগম্ভীর ভাষা ও বর্ণনারীতির প্রকাশ ঘটে ক্লাসিক সাহিত্যে। যেমন-

"সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বিরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে"...

বীররসের মধ্যে করুণরসের আকস্মিক আবির্ভাব ও অকাল বিয়োগের পূর্বাভাসটা ভাষা ও বর্ণনায় যেভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তা তুলনারহিত।

৭) ক্লাসিসিজিমের অপর নাম দিতে পারি-বাস্তবতা।সে বাস্তবতা সম্পূর্ণ,নিরাসক্ত ও নির্মম। কোনোরকম জবাবদিহির দায় এর থাকে না। অর্থাৎ লেখক হন নির্লিপ্ত।

৮) ক্লাসিসিজিমের বাস্তবতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আদর্শবাদের ধারণা। তাই মহাকাব্যের প্রধান চরিত্ররা হন আদর্শের পরাকাষ্ঠা। তাই রামকে আঁকা হয় আদর্শ পুত্র-স্বামী-রাজা হিসাবে।

৯) ক্লাসিক্যাল দৃষ্টি হয় শান্ত ও সমাহিত। কবিকে সমষ্টির কথা চিন্তা করে ব্যক্তি-সুখের বিলোপ সাধন করতে হয়। তাই সীতার দুঃখে রাম কাতর হয়েও সমগ্র প্রজাদের কথা মাথায় রেখে সীতার অগ্নিপরীক্ষাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে ক্লাসিক সাহিত্যকে সহজেই সনাক্ত করা যায়,কিন্তু তা কাল নিরপেক্ষ নয়।সময়ের সাথে সাথে এই লক্ষণের বিবর্তন ঘটে। সংযোজন হয় নতুন বৈশিষ্টের। জন্ম নেয় নতুন প্রকরণ নয়া ক্লাসিসিজম(Neo Classicism)-এর।

---------//////--------///////--------